জীবন ঃ যুদ্ধের জয়

–শেখর দেব

লক্ষীপুর গ্রামের বাসিন্দা। নির্মল তার মা বাবাকে নিয়ে বসবাস করত। নির্মল খুবই ছোট, বয়স তখন তার মাত্র ১১ (এগারো)। তার বাবা গ্রামের একটি চায়ের দোকানে চা বিক্রি করতেন, সাথে নির্মলও পড়াশুনার ফাঁকে বাবার কাজে হাত লাগাত। নির্মল'র বাবা খুবই মদ্যপান করতেন। চায়ের দোকান থেকে যা রোজগার হত তার বেশ অর্ধেক টাকা নির্মল'র বাবার মদ্যপানে চলে যেত। আর বাকি টাকা দিয়ে কোন রকম ভাবে ঘর-সংসার চালাত এবং পড়াশুনার খরচও। একদিন বিদ্যালয় থেকে বাড়ি ফেরার পথে একজন পথিক তাকে বলল, "তোর বাবা ত রাস্তায় শুয়ে আছে রে"। জন্মদাতা বাবাকে ত আর ফেলে দেওয়া যায় না, দৌঁড়ে ছুটলো, গিয়ে দেখে তার বাবা আর বেঁচে নেই – মৃত।

মাত্র কয়েকদিন হল সে নতুন ক্লাসে উঠল। কী করে পড়বে ? আর সংসার-ই বা কীভাবে চালাবে ? তা নিয়ে একটি দুঃশ্চিন্তা তার মাথায় যেন পাহাড় জমাট বাঁধল। এক দুঃখ শেষ হতে না হতেই কয়েকদিন পর তার মা অন্য একজন পুরুষের সাথে বিয়ে করল। যা তার মনকে খুবই আঘাত করল। তখন সে ভাবতে লাগল– আমার এই পৃথিবীতে কেউ নেই - যখন আপন কেউ পর হয়ে যায়। সে ঠিক করল সে আর এখানে থাকবে না, চলে যাবে দূরে কোথাও কাজের সন্ধানে অজানা এক দেশে।

সেখান থেকে শুরু হল তার নতুন জীবনের সন্ধান। প্রথম কয়েক দিন না খেয়ে, রাস্তায় শুয়ে দিন যাপন করতে লাগল। কিন্তু কথায় আছে না - বিধাতার লেখা কেউ খন্ডাতে পারে না। তখন হঠাৎ করে একজন লোক তাকে বলে উঠল, তুমি কী আমার সাথে কাজ করবে ? হ্যাঁ আমি কাজ করব। তখন ঐ লোকটি তাকে তার গাড়ির গ্যারেজে নিয়ে গেল এবং তাকে বিনামূল্যে থাকা খাওয়ার বন্দোবস্ত করে মাসিক ২০০ (দুশো) টাকা বেতনের ব্যবস্থা করে দিল। এমন করে তার কয়েক বছর পার হয়ে গেল, হাতের কাজও প্রায় শিখে ফেলল। সে তখন মাসিক ৫-৬ হাজার টাকা রোজগার করতে লাগল যখন তার বয়স মাত্র ১৭, আমাদের ভারতবর্ষে তখন তার ভোট দেওয়ারও সময় হয় নি। এমন করে দীর্ঘ কয়েক বছর চলে গেল, ধীরে ধীরে কিছু টাকা জমিয়ে নিজস্ব একটি গ্যারেজ খুলল এবং কিস্তিতে ছোট একটি গাড়িও কিনে ফেলল। দীর্ঘ ১৫ (পনেরো) বছর পর তার কাছে ৭২টি গাড়ি এবং তার মাসিক রোজগার ৩-৪ লক্ষ টাকা, যখন তার বয়স ৩২ বছর।

মানুষের বেদনা বা দুঃখ অনেক সময় মানুষকে পিছনে ঠেলে দেয় বা অনেক সময় সামনের দিকেও এগিয়ে নিয়ে যায়। জীবনের লক্ষ্য, কাজের প্রতি সততা যদি বজায় থাকে তাহলে জন্মদাতা মা বাবাও যদি পিছু হঠতে সাহায্য করে তবুও নির্মলের মতো ছেলের কাজের নির্মলতা ও তার জীবনের লক্ষ্য থেকে হার মানাতে পারবে না।

উপরোক্ত গল্পটি গল্প হলেও বাস্তবিক অর্থে তা সত্য।

(গল্পে চরিত্রের নাম ও স্থানের নাম কাল্পনিক)